দৈনিক বাংলা

তারিখ ..৬.. APR..1988..
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম 1

046

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

রুনা লায়লা বন্যা

উপমহাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চ শিক্ষালয়গুলোর গোড়া পত্তন ঘটেছিল বলতে গেলে ইংরেজ শাসন আমলেই। তৎকালীন ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলেতে পাঠক্রম শেষে 'র‍্যাগ ডে' পালনের প্রচলন ছিল। ইংরেজ শাসনামলে এদেশেও সেই সংস্কৃতির ধারা প্রচলিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিক্ষা সমাপনী শেষে 'র‍্যাগ ডে' পালনের ধারাবাহিকতা চলে আসছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে যুব সমাজের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা দেয় তার কিছু বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় দিবসটি পালনের দিনে। যুব সমাজের তথা ছাত্রদের এই অস্থিরতা কোন কোন ক্ষেত্রে অশ্লীলতার রূপও পায় 'র‍্যাগ ডে' উদযাপনের মধ্য দিয়ে। 'র‍্যাগ ডে'র শিল্পিত আবেদন এইভাবে বিঘ্নিত হয়।

'র‍্যাগ ডে' আনুষ্ঠানিকতায় রং ছিটানো, অশ্লীল নৃত্য, মেয়েদের বিব্রত করার বিষয়টি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মহল কর্তৃক সমালোচিত হওয়ার পর, তৎকালীন ছাত্রনেতারা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। তাঁরা দিবসটির আনুষ্ঠানিকতার ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রেখে 'র‍্যাগ ডে' পরিবর্তে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালনের একটি প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে প্রস্তাবটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাসে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৯৮৩ সালের ৮ জানুয়ারী প্রথম 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালিত হয়। 'র‍্যাগ ডে' এর বিকল্প হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আশা প্রকাশ করা হয় যাদের ঘনিষ্ঠজনেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন, গবেষণা করেছেন অথবা যাঁরা ভবিষ্যতে তাঁদের পুত্রকন্যাকে এখানে দেখার আশা রাখেন তাঁদের যেমন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি রয়েছে বিশেষ কৌতূহল তেমনি অতীতে যাঁরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন তাঁদেরও দুর্নিবার আগ্রহ রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করবার। কাজেই উন্মুক্ত দিবস হিসারে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিককে আবহের খানিকটা আমেজ সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস রাখে।

এই লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয়বার ও ১৯৮৫ সালে ৮ই ফেব্রুয়ারী তৃতীয় বারের মত বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়। ১৯৮৬ সালে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' অনুষ্ঠানের এই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। ১৯৮৭ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী চতুর্থ বারের মত বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়। চলতি সালে ১লা এপ্রিল ৫ম বারের মত বিশ্ববিদ্যালয় দিবস প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

বর্তমানে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন তাঁদের এ দিবস সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া কি এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শেষ পর্ব এমএ ক্লাসের ছাত্রী লীনা শহীদ জানালেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উদযাপনের উদ্যোগটা আগের 'র‍্যাগ ডে'র তুলনায় অনেক ভাল। কারণ আগে উচ্ছৃংখলতা অশ্লীলতা ছিল বেশী। এখন সেই সব বিষয় কমে গেছে। 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের' তাৎপর্য তুলে ধরতে যে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, তা বর্ণনা করতে গিয়ে লীনা শহীদ জানালেন: প্রথমত সকলের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন, দ্বিতীয়ত ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে হবে। মেয়েদের প্রতি ছেলেদের মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। মেয়েরাও এমনভাবে শালীনতা বজায় রেখে চলবেন। যাতে ছেলেরা উত্যক্ত করার সুযোগ না পায়।

এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী মোশফেকা শেফা জানালেন, 'র‍্যাগ ডে' ও 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' দুটোর অবস্থা একই। 'র‍্যাগ ডে' যখন চালু ছিল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐদিন একটি বিতিকিচ্ছির অবস্থার সৃষ্টি হতো। কিছুসংখ্যক যুবকদের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, কটূক্তি, রং ছোঁড়াছুড়িতে আগত অতিথিবর্গ এবং ছাত্র-ছাত্রীরা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তেন। ঐ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই কিন্তু 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' এর সৃষ্টি। অনেকে বলছেন—অবস্থার কিছু উন্নতি নাকি হয়েছে। কিন্তু আমার তো মনে হয় অবস্থা প্রায় একই রয়ে গেছে। বিশেষ করে এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে যা দেখেছি। এর অবশ্য অনেক কারণ আছে। আমাদের সামাজিক পরিবেশ এবং তার থেকে তৈরী মানসিক নীতিবোধের ক্ষেত্রে একটি ক্রান্তিকাল এখন। স্থিতি আসবে হয়তো। আমরা সেই স্থিতির প্রতীক্ষায় আছি।

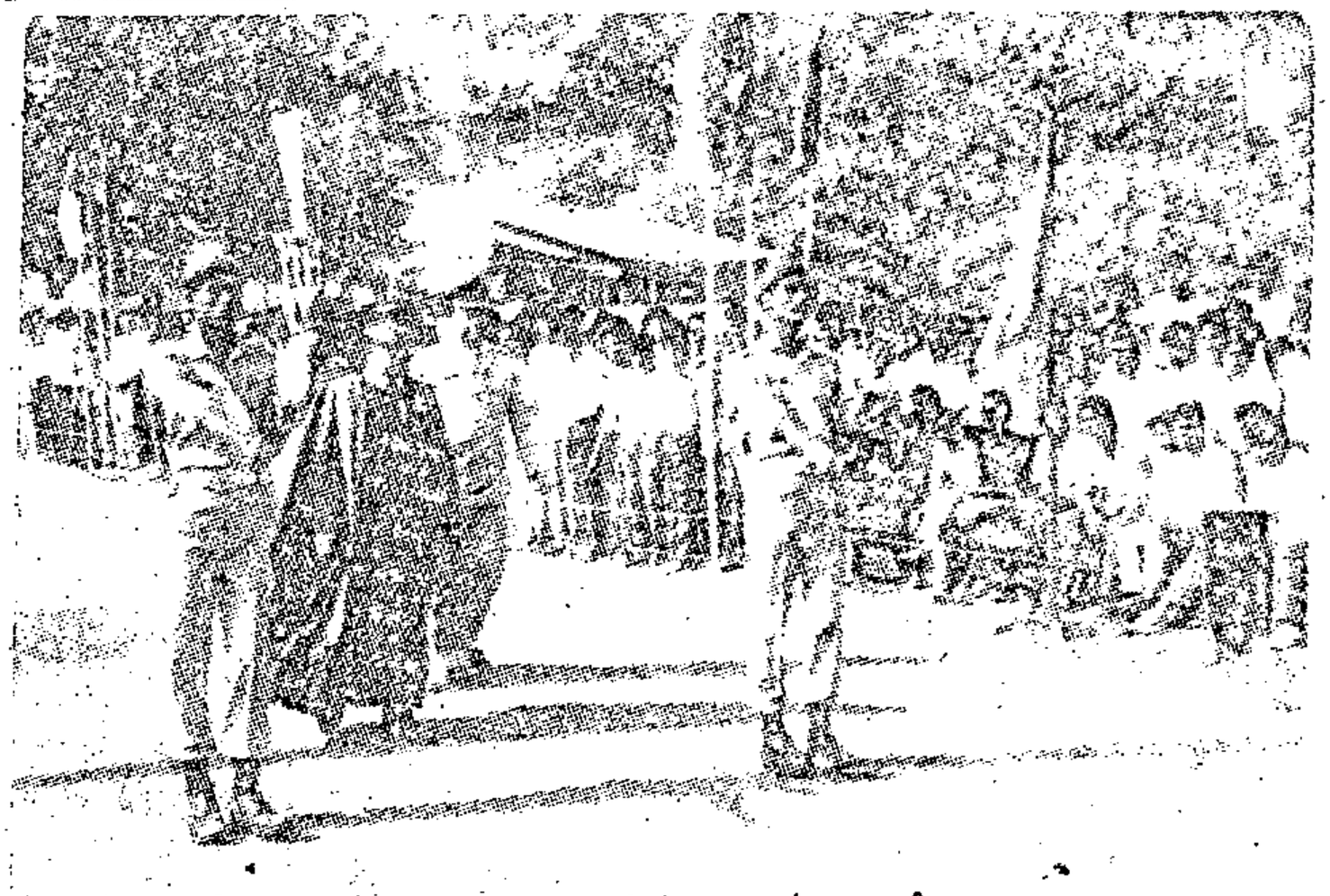

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে ভাইস চ্যান্সেলর এনসিসি ক্যাডেটদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করছেন।